দৈনিক ইনকিলাব

MAY 1 1 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৬....

নকল প্রতিরোধে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

আর মাত্র কয়েকদিন পরই শুরু হবে ২০০২ সালের এইচএসসি, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা। প্রতি বছরই পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে নকলমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়তে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগগ্রহণ ও নকলবিরোধী ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকার কোন শাস্তিমূলক কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন না করার ফলে প্রতিটি পরীক্ষাতেই নকলের বন্যা বয়ে যায়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নকলের দায়ে অভিযুক্ত পরীক্ষার্থী শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যদি কঠিন শাস্তিমূলক বিধান কার্যকর করা হয়, তবে বাংলাদেশ থেকে নকল চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য। এ ব্যাপারে বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি–

এক. যে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বহিষ্কার হবে ছয় মাসের জন্য সেই প্রতিষ্ঠানের বিল বন্ধ করে দেয়া হলে শিক্ষকগণই নকল প্রতিরোধ করতে বাধ্য।

দুই. নকলের দায়ে বহিষ্কৃত ছাত্রকে কমপক্ষে তিন বছরের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হলে কোন ছাত্র নকল করার দুঃসাহস পাবে না।

তিন. সরকারী কর্মকর্তাদের মেজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষে একজন করে স্থায়ী পরিদর্শক নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক। কারণ, দু'একজন মেজিস্ট্রেটের পক্ষে একসাথে অনেকগুলো কক্ষে নকল চেক দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

চার. যে শিক্ষক পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহ কিংবা সহায়তা করার দায়ে অভিযুক্ত হবেন সাথে সাথে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলে শিক্ষকগণ কখনও নকল প্রশ্রয় দেয়ার সাহস পাবে না।

–মোঃ মাকছুদুর রহমান (শাহীন),
বিএ অনার্স,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।